# Introduction:

সাধারণত যে কোনো ইতিহাস আমাদের অতীত সম্পর্কে ধারাবাহিক ভাবে জ্ঞান দান করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে ইতিহাস যে কোনো দেশ বা যুগের মোটামুটি বৈশিষ্ট্য বা পরিচয় দিতে পারে। এই কারণে আমাদের বর্তমান আর ভবিষ্যত কর্মকান্ডকে সহজ ও সুন্দর করার জন্য সেকাজের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্বন্ধে জ্ঞান রাখা দরকার। একজন শিল্পী তখনই সুন্দর কিছু সৃষ্টি করতে পারবেন যখন তারমধ্যে বাস্তব জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান থাকবে। এই পরিচয় ঘটবে শিল্প কলার ইতিহাস জানার মাধ্যমে। এছাড়া শিল্প কলার ইতিহাস মানব সভ্যতার বিভিন্ন ঘটনাকে স্পষ্ট করে দেয়। মানুষের ইতিহাস জানার জন্য অন্যান্য বিষয়ের মত শিল্প কলার ইতিহাস জানা দরকার। ধারণা করা হয়ে থাকে যত রকম শিল্প কলা আছে তারমধ্যে ছবি আঁকার ইতিহাস সবচেয়ে পুরনো। প্রাচীন কালে গ্রীক জাতিরা মনে করতো মানুষের যা ভালো লাগে তা ধরে রাখার জন্য বা না হারানোর জন্য ছবি এঁকে রাখা হয়। এরমধ্যে উত্তর স্পেনর আল তামিরা,ফ্রান্সের লাসকো লামুতপের নাম উল্লেখ করা যায়।

এসমস্ত গুহার প্রায় সব ছবিই ছিল জীবজন্তুর ছবি। এগুলোর মাংস ছাড়া বেঁচে থাকার কথা মানুষ ভাবতে পারতো না।তাই তাদের ছবিতে এগুলোর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।অনেক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন মানুষ  আনন্দ পাওয়ার জন্য ছবি আঁকতো না,তাদের আঁকার পেছনে কাজ করতো একধরনের বিশ্বাস, যাকে বলা হয় অনুকারক যাদুবিশ্বাস। তারা মনে করতো কোনো কিছুকে অনুকরণ করলে তাকে সহজে বশ করা যাবে,বা মায়ার ফাঁদে আটকে ফেলা যাবে। এই কারণে তারা গুহার দেয়ালে দেয়ালে ছবি আঁকতো।এর ফলে তাদের শিকার করতে সহজ হবে বলে তারা মনে করতো। এমনকি মধ্যযুগীয় অনেক দেশে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে মানুষের ছবি এঁকে বা মূর্তি করে তার প্রতীক পুড়িয়ে ফেললে সেই মানুষের ক্ষতি হবে। অনেকে মনে করে ছবি আঁকার পেছনে আরেকটি বিশেষ ধারণা কাজ করেছিল যাকে বলে টোটেমের ধারণা।এর অর্থ গোষ্ঠী চিহ্ন। অতীতে বিভিন্ন ধরনের লোকেরা তাদের গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহার করতো,এবং বিশ্বাস করতো এগুলো তাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে। মূর্তি বা মুখোশের মাধ্যমে তারা এই গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করতো। এই চিহ্নগুলো তৈরি করতো বিভিন্ন ধরনের কাঠ,চামড়া ও পাখির লোম দিয়ে। এভাবে বিভিন্ন শিল্পকর্মের সৃষ্টি হয়। এইজন্য এই ধারণাকে বলা হয় টোটেমের ধারণা। প্রাচীন প্রস্তর যুগের শেষে নতুন প্রস্তর যুগের সূচনা কালে মানুষ অনেক ধারালো পাথর দিয়ে অস্ত্র বানাতো।এসময় তারা বুননের কাজ, মাটির থালা- বাসন তৈরির কাজ ও কৃষি কাজ করতে শুরু করেছিল। এই সময় তারা মানুষ মারা গেলে তাকে কবর দিত এবং তাদের কবরের দুপাশে দুটো পাথর রাখতো ও একটা লম্বা পাথর দিয়ে ছাদ তৈরি করতো। এটা ছিল মানুষের প্রথম স্মৃতিসৌধ তৈরির চেষ্টা। এরপর থেকে ঘর-বাড়ী  নির্মাণ বা স্থাপত্যের দিকে মনোযোগী হয়ে পড়ে। সুতরাং ধীরে ধীরে মানুষ কিভাবে শিল্পের সৃষ্টি করলো তার ধারাবাহিক জ্ঞান অর্জন করতে হলে শিল্প কলার ইতিহাস জানার প্রয়োজন রয়েছে।

## <u>প্রশ্নঃ</u>মিশরীয়দের ধর্ম বিশ্বাস বলতে কি বুঝ?তাদের তৈরী পিরামিড কিভাবে তৈরী করা হয়েছিলো?

উত্তরঃ প্রাচীন নীল নদ অববাহিকায় মিশরীয় সভ্যতা পৃথিবীর অন্য যেকোন সভ্যতার মানুষের চেয়ে ধর্ম পরায়ন ছিল।প্রাচীন মিশরীয়দের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্ম এক বিশেষ স্থান লাভ করেছিল।তাদের শিল্পকলা ছিল ধর্মীয় প্রতীকের প্রকাশ।সাহিত্য আর দর্শণ ছিল তাদের ধর্মীয় শিক্ষার আরেকটি সংক্ষিপ্ত রূপ।প্রাচীন রাজবংশের সময় রাজতন্ত্র ছিল এক ধর্মীয় বিধানে আবদ্ধ।এমঙ্কি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরেও সামরিক ফারাও ঈশ্বরের নামে সাম্রাজ্য শাসন করতেন।

প্রাচীন মিশরের ধর্ম বহু দেবতায় বিশ্বাসী ছিলো।পরে তা একেশ্বরবাদে রূপান্তরিত হয়। আর এই একেশ্বরবাদের সত্তায় রূপ লাভ করে সূর্যদেবতা বা "রা"। প্রাচীন রাজবংশের আমলে এই সূর্যদেবতার বিশ্বাস বা "রা" এর প্রতি ভক্তি ছিল ধর্মবিশ্বাসের মূল বিষয়।এটি ছিল প্রাচীন মিশরের রাষ্ট্রীয় বিশ্বাস।আর ফারাও ছিলেন এই পরাক্রমশালী সূর্যদেবতার প্রতিনিধি।রাজার মৃতদেহকে অক্ষয় করে রাখার জন্য তারা মমি তৈরী করে রাখত যাতে দেহ নষ্ট না হয়।তাদের বিশ্বাস ছিল যত দীর্ঘকাল রাজার দেহকে অবিকৃত রাখা যাবে তত কাল সাম্রাজ্য অক্ষুন্ন রাখা যাবে।"রা" যে কেবল প্রধান দেবতাই ছিলেন তা নয়,তিনি ছিলেন সত্য, বিচার এবং সমগ্র বিশ্বচরাচরের নৈতিক নিয়ন্তা।পরবর্তী থিবান রাজবংশের আমলে এই সূর্য দেবতার নাম থিবিসের প্রথান দেবতার নাম অনুসারে রাখা হয় "আমন" বা "আমন রা"।প্রকৃতি শক্তির উৎস ছিলেন অসিরিস। তিনি নীলনদের তীরে দেবতা হিসেবেও পরিচিত।মিশরীয় সভ্যতার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই দুইজন দেবতার গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি।অন্যান্য দেব-দেবীর পূজাও সেই সঙ্গে হলেও তাদের স্থান ছিল এদের নীচে।অসিরিস শুধু কৃষি ও জলের দেবতা হিসেবে গুরুত্ব লাভ করেনি তার মানবিক গুণাবলীর জন্য মিশরীয়রা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল।অসিরিস অতি প্রাচীনকালে একজন বিশিষ্ট শাসক ছিলেন।তিনি প্রজাদের কৃষি কাজ শিখিয়ে ছিলেন।বিভিন্ন কলা-বিদ্যার জ্ঞান দিয়েছিলেন এবং আইন প্রদান করেছিলেন।অসিরিস সম্পর্কে পূর্ণজন্ম সংক্রান্ত লোককাহিনী দ্বারা মিশরীয়দের মনে অবিনশ্বরতার বিশ্বাস গভীরতর হয়েছিল।তারা মনে করতো এই দেবতার পথ অনুসারণ করলে তারাও অবিনশ্বতা লাভ করবে।

সূর্যদেবতা বা "রা" এর বিমূর্তরূপ সাধারন মানুষের কাছে অতটা আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি যতো অসিরিস সৃষ্টি করেছিলো।ফলে অসিরিসের পূজা সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করএছিলো।কিন্তু অসিরিস ছিলেন মৃত্যুর দেবতা তাই পৃথিবীতে কোন পুরস্কার দেন না।ফলে মিশরবাসী মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের দিকে বেশী ঝুকে পড়ে।সূর্যদেবতার প্রতি মিশরীয়দের বিশ্বাস নষ্ট হয়নি কিন্তু সূর্যদেবতার স্থান হয়ে পড়ে ইতির পর্যায়ে।

মধ্যরাজ বংশের শেষের দিকে তারা "বা" ও "কা" এই দুই ধারায় বিশ্বাসী হয়ে পড়ে।"বা" পাখির আকৃতিতে উড়ে যায় আর "কা" অন্য কোথাও চলে যায়, আর দেহ অন্য কোথাও থাকে।পরে "বা" ও "কা" এসে আবার মৃত দেহের মধ্যে প্রবেশ করে যদি সেটি অবিকৃত থাকে।সেজন্য মিশরীয়রা মৃতদেহ মমি করে রাখতো যাতে দেহ নষ্ট না হয়।শুধু তাই নয় তারা মৃতদেহের সঙ্গে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র রেখে আসতো যাতে পুনরায় জীবন লাভের পরে মৃত ব্যাক্তির কোন অসুবিধা না হয়।পিরামিডের মধ্যে বিভিন্ন জিনিসপত্র এমনকি নস্যির কৌটাও পাওয়া গেছে। মিশরীয়দের বিশ্বাস অনুসারে মৃত্যুর পর অসিরিস মৃত ব্যাক্তির সামনে হাজির হন এবং পৃথিবীর কৃতকর্মের ওপর তার বিচার হয়।

মধ্য রাজ বংশের শেষে এবং সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে মিশরীয় ধর্ন পূর্ণতা লাভ করে।এই সময় সূর্যদেব অ অসিরিসের সমন্বয় সাধিত হয়।"রা"-কে বলা হলো জীবনের দেবতা অর্থাৎ পার্থিব জগতের দেবতা এবং  অসিরিস হলেন মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের দেবতা।তিনি অমরত্ব ও শেষ বিচারর দেবতা।

**এভাবেই মিশরীয়রা ধর্মক্ষেত্রে তাদের বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।**

## পিরামিডঃ

পিরামিড মিশরের স্থাপত্যের সর্ব প্রাচীন নিদর্শণ।আর্থিক সঙ্ঘতি অনুসারে ঐগুলি নির্মিত হয়ে ছিল।তাই মিশরের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকৃতির পিরামিড দেখতে পাওয়া যায়।মিশরীয়রা তাদের বাস গৃহকে বলত পান্থশালা আর পিরামিদকে বলত "অনন্তের ভবন"।প্রাচীন মিশরীয়দের কাছে পিরামিড ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আদর্শের প্রতীক ছিলো।এর নির্মাণকাজ ছিল এক বিষ্ময়ের কাজ।এক অবিনশ্বর কীর্তি নির্মাণ করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।আবার সূর্যদেবতার পূজা করার জন্যও পিরামডের ব্যবহার ছিল।সর্বোচ্চ নির্মাণ

হওয়ায় সূর্যের প্রথম রাশি পিরামিডের উপরে এসে পড়তো এবং তা ভূমিতে প্রতিফলিত হতো।

**নির্মাণ কৌশলঃ** তৎকালীন মিশরীয় সভ্যতায় শক্তিশালী,পরাক্রমশালী রাজতন্ত্র,অগণিত শ্রমিকের সরবরাহ, পাথরের অফুরন্ত ভান্ডার ইত্যাদির সমন্বয়ে ফেরাউনদের অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল পিরামিড।সৃষ্টিকরা সম্ভব হয়েছিলো এই বিশাল বিশাল পিরামিড।শাসকদের মৃতদেহ মমি করে রাখার জন্য এসকল পিরামিড তৈরি করা হয়েছিল।সারা মিশরের প্রহরী,বেকার,চাষী এবং দাস ধরে নিয়ে আসতো।একসাথে ১ লক্ষ লোক পিরামিড তৈরিতে কাজ করত।একদল হয়ত পাথর ভেঙছে আরেকদল টেনে নিয়ে গেছে,নির্মাণ তৃতীয় দল আবার সেইসব প্রস্তর খাঁজে সেজে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট আকার অনুযায়ী প্রস্পর সাজিয়ে গেছে।

একটি বিশাল আকৃতির বেদীর উপর আর একটি বেদী তার উপর আর একটি এভাবে পরপর চার পাঁচটি বেদীর সমন্বয়ে প্রথম যুগের পিরামিড নির্মিত হয়েছিল।স্থাপত্য জ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে এ পদ্ধতিতে পিরামিড নির্মাণ বন্ধ হয়।এই ধরনের পিরামিডের মধ্যে গিজায় অবস্থিত প্রাচীন নগরের পিরামিড বিখ্যাত।

চিত্রঃ প্রথম যুগের পিরামিড

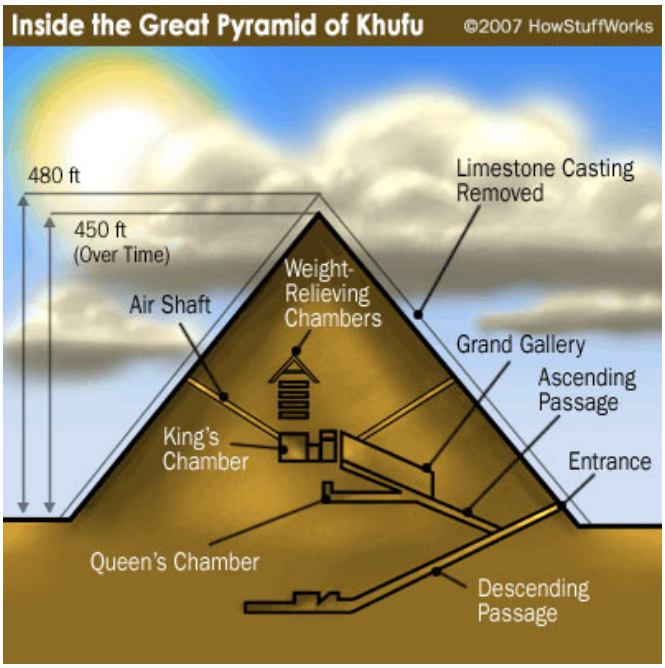


খুফুর পিরামিডের প্রবেশ পথ উত্তর দিকে মাটি থেকে প্রায় ৪৯ফুট উঁচু। মাটির নীচের ঘরগুলোর প্রস্থ খাড়া ভাবে নেমে গেছে।এই পথ ধরে ৬৫ফুট নীচে রয়েছে টানা বারান্দা,বারান্দার শেষ সীমানায় রণীর কুঠোরি।রাণী মারা গেলে ওইখানেই সমাহিত করা হতো।পিরামিড শিল্পীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির যথেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায়।ভিতরে বাতাস প্রবেশের জন্য তারা পাথরের গায়ে পাথর বসানোর সময় একটু ফাঁকা রাখতো।পাথর খোদাই করে ভিতরে সৌন্দর্য বাড়ানো হয়েছে।এছাড়া পাথরের গায়ে আঁকা আছে বিভিন্ন সংকেত।ভিতরে প্রশস্ত জায়গার মত বড় গ্যালারি তৈরী করা হত।তাদের বিশ্বাস ছিল নতুন জগতে ফারাওয়ের দর্শনার্থীরা এখানে বসবে।গ্যালারির শেষ প্রান্তে ফারাওের ঘর সেখানে তার মমি রাখা হত।খুফুর পিরামিড তৈরীতে ১ লক্ষ শ্রমিকের ২০ বছর সময় লেগেছিল। চার হাজার জনের দলে বিভক্ত হয়ে তারা কাজ করতো।এভাবেই প্রাচীন জুগের পিরামিড গুলো তৈরি হতো।

চিত্রঃ ২য় যুগের পিরামিড।